ধানের নেক ব্লাস্ট রোগ দমনে সতর্ক বার্তা

নেক ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। ধানের ফুল আসার পর শীষের গোড়ায় উক্ত রোগটি পরিলক্ষিত হয়। শীষের গোড়ায় বাদামী অথবা কালো দাগ পড়ে। শীষের গোড়া ছাড়াও যে কোন শাখা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত শীষের গোড়া পচে যায় এবং ভেঙ্গে পড়ে। ধান পুষ্ট হওয়ার আগে আক্রান্ত হলে শীষের সব ধান চিটা হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই রোগের প্রাদুর্ভাব আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। দিনের বেলায় গরম ও রাতে ঠান্ডা, শিশিরে ভেজা সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়ো আবহাওয়া এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এ রোগের জন্য খুবই উপযোগী। উল্লিখিত অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে বোরো মৌসুমে আবাদকৃত ধানের বিভিন্ন জাত ব্যাপকভাবে নেক ব্লাস্ট রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। নেক ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা যায় না। সাধারণত: কৃষক যখন জমিতে নেক ব্লাস্ট রোগের উপস্থিতি সনাক্ত করেন, তখন জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। সে সময় অনুমোদিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলেও রোগ দমন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য রোগের অনুকূল অবস্থা বিবেচনার পাশাপাশি এ রোগের জীবাণু যেহেতু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়, তাই রোগটি দমনের জন্য কৃষক ভাইদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

করণীয়ঃ

- যেসব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি, অথচ উক্ত এলাকায় ব্লাস্ট রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে অথবা ইতোমধ্যেই কিছু স্পর্শকাতর আগাম জাতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে, সেখানে ধানের শিষ বের হওয়ার সাথে সাথেই অথবা ফুল আসা পর্যায়ে ছত্রাকনাশক যেমন ট্রুপার (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা নেটিভো (৩৩ গ্রাম/বিঘা) শেষ বিকালে ৭-১০ দিন অন্তর দু'বার আগাম স্প্রে করতে হবে।
- ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে পারলে, এ রোগের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

ড. মোঃ আব্দুল লতিফ
পিএসও এবং প্রধান
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
ব্রি গাজীপুর ১৭০১।